পূর্বাশার আলো

নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ, ১৮তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক, কক্সবাজার

প্রকাশনায়: ইআরপিইআরএ প্রকল্প

মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণোচ্ছল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প বিগত ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্ট সংস্থা কাজ করছে। বর্তমানে প্রকল্প কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হয়েছে রোহিঙ্গা আগমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।

বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন

এই দিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল নীল, যা নীপিড়ন এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং শিশুদের অধিকার আদায়ের নিদর্শন। বিভিন্ন ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিনটি উদযাপন করা হয় কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে। যার মধ্যে ছিল- চিত্রাঙ্কন, ক্রীড়া, র‍্যালি, গান ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

কিশোরীদের প্রাণোচ্ছল একটি মুহূর্ত। ছবিঃ জুনায়েদুল ইসলাম জুয়েল (ফিল্ড মনিটরিং অফিসার)

কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচে আর কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে বালতিতে বল নিক্ষেপ ও বালিশ খেলায়। পাশাপাশি, তাদের কল্পনা থেকে চিত্রাঙ্কন তাদের অভ্যন্তরীন পৃথিবীকে উন্মোচন করে যেখানে দিন রাত্রি তাদের বিচরণ। এটা আরও সাহায্য করে তাদের অন্তবেদনা ও অপ্রকাশিত গল্প উন্মোচনে।

ভবিষ্যতে আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম শুরু

২১ শে এপ্রিল ২০১৯ এ প্রকল্প সময়সীমা বর্ধিত হবার পর প্রকল্প নতুন আকৃতি লাভ করে, কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প সাবান, পোশাক এবং স্যানিটারি উৎপাদন পর্যায়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন এখন সত্য হবার পথে, বহুমুখী কেন্দ্রগুলো পোশাক, সাবান এবং স্যানিটারি প্যাড প্রস্তুত করা শুরু করেছে।

কিশোররা নিজেদের জন্য পোশাক তৈরী করছে। ছবি: মোঃ রাসেল (এমপিসি সুপারভাইজার, ক্যাম্প-২২)

কিশোর-কিশোরীর মেলা- আনন্দস্নান

শিশু সুরক্ষা সনদের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্যাম্প ১৪ তে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি বর্ণিল কিশোর-কিশোরীর মেলার আয়োজন করা হয়। প্রায় ২০০ কিশোর- কিশোরী সক্রিয়ভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এসিআইসি মীর মোশারফ হোসেন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষনে তিনি বলেন, "কিশোর-কিশোরীদের সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ততকরণ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা শিশুদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার মনোভাব গড়ে তুলতে চাই, যা তাদের স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে সহায়তা করবে। তারা অনেক ভালো বিষয় শিখতে সক্ষম হবে যদি এমন কেন্দ্রে আসা অব্যাহত রাখে।"

কিশোরীদের তৈরী হস্তশিল্প। ছবিঃ তৌহিদা তাবাচ্ছুম (পিও- সিএম ও পিএসএস)

এবারে কিশোর-কিশোরী উভয়ের জন্য উপযোগি করতে আমরা মেলার স্টলগুলো অভ্যন্তরে আয়োজন করি। বিভিন্ন স্টলগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের নিজের হাতে তৈরী খাবার, পোশাক এবং হস্তশিল্প দিয়ে সাজানো হয়। এই মেলাটি তাদের জন্য একটি বিশাল সুযোগ ছিল নিজেদের সৃজনশীলতা ও নিজেদের তৈরী জিনিস প্রদর্শনের যা তারা বহুমুখী কেন্দ্র থেকে শিখেছে। কিশোর-কিশোরী মেলা আমাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাস্তব জীবনে নেতৃত্ব অনুশীলনের একটি সুযোগ। অন্যান্য সংস্থার পরিদর্শকেরা মেলা আয়োজন এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যপক প্রশংসা করে যা আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাবে।

প্রত্যেক মানবতাকর্মীদের জন্য সচেতনতা

ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে রক্ষা করতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিশু সুরক্ষা প্রকল্প ৭ টি ক্যাম্পে পিএসইএ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাম্পের ৮৯ জন কর্মীদের

COAST

পূর্বাশার আলো

unicef

নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ, ১৮তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক, কক্সবাজার

প্রকাশনায়:
ইআরপিইআরএ প্রকল্প

কাছে পৌছানো সম্ভব হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কমী এবং উপকারভোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষাবলয় নিশ্চিত করা। জরুরী অবস্থায় শিশু এবং নারীরা শোষণ এবং নীপিড়নের অধিক ঝুঁকিতে থাকে। তাই যারা সরাসরি উপকারভোগীদের সাথে জড়িত তাদের পিএসইএ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেহেতু আমরা শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছি, আমাদের কমিউনিটিভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে আমাদের কমীদের পিএসইএ প্রশিক্ষণ প্রদান আরও সহায়ক হবে। তারা তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে অসমতা দূর করতে পারবে বিশেষত ক্যাম্পের ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে।

পিএসইএ প্রশিক্ষণে কথা বলছেন বিভব দেওয়ান (পিও-টিও এমডি)

মানবতা কমী হিসেবে, এখন সকল কমীই তাদের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক এবং তারা যৌন নীপিড়ন এবং শোষণের মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলি প্রতিরোধ করবে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কিশোর- কিশোরীদেরকে নিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, যুব ক্ষমতায়ন ও দ্বন্দ্ব নিরসণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের করা হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের কঠিন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে সহায়তা করা এবং নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ে আরও ভাল ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা।

কোস্ট শিশু সুরক্ষা দলকে ইউনিসেফের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার

অনেক বিশেষ কিশোর-কিশোরীর মাঝে এটিই আমাদের কেন্দ্রের উৎকৃষতম ফলাফল। এই বিশেষ শিশুটি ক্যাম্প ৮-ই এর। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাকে মনো-সামাজিক সহায়তা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প তার ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যত প্রত্যাশা করে যেখানে সে পরিবার পরিচালনা করবে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের টুইটার পেজে প্রকল্পের বিশেষ কিশোরী মোস্তাকিমাকে নিয়ে বিশেষ টুইট

কার্যক্রম হালনাগাদ- নভেম্বর ২০১৯
তৃতীয় ধাপ(অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯)

কার্যক্রমসমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
পিসিসি সভা	৭৫	৭৫
সিবিসিপিসিসি সভা	২১	২১
ধর্মীয় সভা	২৪	২৪
চায়ের দোকানে সভা	১৯	১৯
যোগসূত্র মডিউল প্রশিক্ষণ	৮০	৮০
সংলাপ	৩	৩
এমপিসি ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক সভা (স্থানীয়)	৩	৩
ডিআরআর প্রশিক্ষণ	২	২
দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২	২
পিএসএস টার্গেট কিশোর-কিশোরী	১৬৭	১৬৭
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৫০	৫০
আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন (স্থানীয়)	১	১
আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন (ক্যাম্প)	১	১

পূর্বাশার আলো

নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ, ১৮তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক, কক্সবাজার

প্রকাশনায়:
ইআরপিইআরএ প্রকল্প

কোস্ট ট্রাস্টের মাল্টিপারপাস সেন্টারের বিশেষ কিশোরী স্বপ্ন দেখতে জানে.....

এটা কোন গল্প নয়, এটা একটি বাস্তব চিত্র একজন কিশোরী যে ক্যাম্প ৮ই তে বাস করে। সে সাধারণ শিশুর ন্যায় চলতে পারে না কিন্তু তার মধ্যে অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু আছে। সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এবং সেলাই করতে পারে। সে একজন বড় ডিজাইনার হবার স্বপ্ন দেখে যদি তার পাশে সহায়তা থাকে।

ছবি আকাঁয় মগ্ন ক্যাম্প- ৮ ই মাল্টিপারপাস সেন্টারের বিশেষ কিশোরী মোস্তাকিমা। ছবিঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশের টুইটার পেজ

মাল্টিপারপাস সেন্টারে আইডিবি'র পদার্পন

১৩ই নভেম্বর ২০১৯ ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন একটি দল ক্যাম্প-১৪ তে অবস্থিত মাল্টিপারপাস সেন্টারে পদার্পন করেন। এই সুযোগটি পেয়ে কোস্ট- শিশু সুরক্ষা দল সৌভাগ্যবান। এই পরিদর্শনটি ইউনিসেফের উদ্যোগে করা হয় রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা এবং প্রয়োজন বিশ্লেষণ, তাদের বর্তমান সচেতনতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন, পরামর্শ, উত্তরণের পথ প্রতিষ্ঠিত করতে।

কিশোরীদের তৈরী হস্তশিল্প বিক্রয় (মাদুর)। ছবিঃ আরিফুজ্জামান (টেকনিক্যাল অফিসার)

পরিদর্শনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও স্মরনীয় বিষয় ছিল পরিদর্শকের নিকট হস্তশিল্প বিক্রয়। পরিদর্শক খুবই অভিভূত ছিলেন কফির প্যাকেট দিয়ে মাদুর তৈরির ধারণা দেখে। এখন পর্যন্ত তারাই প্রথম উচ্চমূল্যে কিশোর-কিশোরীদের তৈরিকৃত হস্তশিল্প ক্রয় করে। কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ইউনিসেফের সম্ভাব্য ডোনার কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম,
প্রকল্প ব্যবস্থাপক,
ইআরপিইআরএ
মোবাইল: ০১৭০৮ ১২০৪১৮
ইমেইল: tajulislam.coast@gmail.com